তর্জমা একাডেমি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

...পশ্চিমের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেই সাহিত্য ছাড়া বিজ্ঞানের নানা কোঠার বই, দর্শনাদির বই তর্জমা করা হচ্ছে। ভারতে নানা ভাষার রচিত বৈজ্ঞানিক ইংরেজিতে অনুবাদ করায় গবেষকদের সহায়তা করেছে দিল্লির C.S.I.R.-এর একটি বিভাগ। মোট কথা পরস্পরের মনকে জানবার জন্য, পরস্পরের গবেষণাদির তথ্যাবলী বুঝবার জন্য দুনিয়ার সব ভাষা জানতে হয় না— জানা সম্ভবও নয়। নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে তারা বিশ্বের বার্তা পাচ্ছে। আমি বলতে চাই, ভারতের এই বিচিত্র ভাষাতে যে সাহিত্য আছে এবং প্রত্যহ রচিত হচ্ছে তার অনুবাদ করার জন্য একটা সংস্থা গড়ে তোলা আবশ্যক।...প্রয়োজন হয়েছে প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভাষায় তর্জমার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া। 'Know the neighbour'—প্রতিবাসীকে জানতে হবে বৈকি? পাশের দেশ আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরে অদূরেই নেপাল— এছাড়া কতো উপজাতি তাদের নতুন ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদা দানের জন্য তৎপর হ'য়ে উঠেছে। তাদের কথা জানতে হবে না? তেমনি আমাদের কথাও তাদের শোনাতে হবে— 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে।' তাই বলছিলাম প্রত্যেক রাষ্ট্রের 'তর্জমা একাডেমি'র একান্ত প্রযোজন।

আজ ইংরেজি ভাষা যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে দুনিয়ার সমস্ত সাহিত্যভাণ্ডার উন্মুক্ত। গ্রীক ভাষা হোমার, সফোক্লিস, ইউরিপিদিস, অ্যারিস্তোফেনিস থেকে প্লাতো, অ্যারিস্তোতল প্রভৃতি পড়বার জন্য গ্রীকভাষা জানতে হয় না। লাতিন ভাষায় ভার্জিলের ঈনীড, হোরেসের কবিতা, জুভেনালের ব্যঙ্গ রচনা, সীজারের ইতিহাস, ওভিদের পুরান কথা পড়েছি ইংরেজিতে— এর জন্য লাতিন শিখতে হয়নি। ইতালীর ভাষায় দান্তের লেখাতো কেরীর ইংরেজি কবিতা অনুবাদে পড়েছি। আধুনিক জগতের য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠ লেখকদের সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইংরেজিতে পাই— মেন্‌ডেলীফ, প্যাভলভ পড়তে বা তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, পাস্তারনক পড়তে রুশীর ভাষা শিখতে হয় না। ডন্‌কুইকসট্ পড়তে স্পেনীশ ভাষা শিখি না। সাইনাকাইউইজ, রেমন্‌ড পড়তে পারি? সিন্দী শাহ আবদুল লতিফ, মালায়ালি বেল্লোথল, উর্দু গালিব প্রভৃতির রচনা বাংলাতে পাই কি? সেই ইংরেজি ভাষা চাই। এদিকে ইংরেজি ভাষা বর্জনের জন্য আন্দোলন (এবং এখানো যাঁরা সাধারণভাবে পরীক্ষায় পাশ করেন, তাদের ইংরেজি বিদ্যা দিয়ে সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি জানা সম্ভব নয়)। ...যারা কেবল বাংলা জানে তাদের কাছে কবে যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ লেখক মনীষীদের বাণী পৌঁছে দিতে পারবে জানি না! প্রসঙ্গত বলতে পারি, হিন্দীভাষা এদিকে খুবই অগ্রসর হচ্ছে— উত্তর ভারতের এক জোয়ানকে বার্ক -এর Impeachment of Warren Hastings তর্জমা পড়তে দেখেছি।

বাংলায় 'তর্জমা একাডেমি' স্থাপিত করে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্‌যোগে ভারতীয় ভাষা এ এশীয় ভাষা সমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভারত উপমহাদেশের কুড়ি পঁচিশটা ভাষা ও সীমান্তের পার্সি, পখতুন, কাশ্মীরী, সিন্ধী, নেপালী, লেপ্‌চা, মণিপুরী, বর্মী, সিয়ামী, চীনা, জাপানি, কোরিয়ান্ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।...

'ইউনেস্‌কো' অনুবাদ নিয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কী অনুবাদ করতে হবে তার বিচার করবেন একাডেমি। তবে কেবল কি সাহিত্য? দর্শন বিজ্ঞানের নানা কোঠার গ্রন্থ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের বই তর্জমা হবে। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, উত্তরবঙ্গ, বিশ্বভারতী, বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট মেহমানরা পথ নির্দেশ করতে পারবেন। ...এখন দেশের মনীষীরা যদি এ বিষয়ে বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন, তবে অচিরেও হয়তো এই ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারে।

প্রসঙ্গত আরেকটা প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করছি। আজ বাংলা ভাষায় সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য, নাটকাদি কি সহজে পাওয়া যায়? পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন যে অনুবাদ কাজ করেছিলেন তার কথা কি...পাঠকদের মনে আছে? ...আমরা চাই Loeb Classics -এর মতো দ্বিভাষী সংস্কৃত গ্রন্থ। লোয়েব গ্রন্থমালার একদিকে মূল গ্রীক বা লাতিন, অন্যদিকে ইংরেজি অনুবাদ। ...বাংলা ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থ কোথায়? আমরা সংস্কৃত ভাষার প্রেমিক বলে গর্ব করি; কিন্তু কালিদাস, ভাস, শূদ্রকাদির সংস্কৃত সাহিত্য মূলের পাশে রেখে আমরা পড়তে পাই? ...শ্রীমদ্‌ভাগবদ মূল ভাষায় পড়বার জন্য বই কিনলাম। অনুবাদসহ বই— মিলিয়ে দেখি অনুবাদের সঙ্গে মূলের তথ্য ও তত্ত্বগত ভেদ! আধুনিক বিজ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন অনুবাদ করাচ্ছেন— সম্প্রদায়গত ভাবনা অনুবাদের ভিতর যেন প্রবেশ না করে। বাংলা কোরান পড়েছি, তাতে মূল আরবী আছে তা পড়তে পারি নে, কিন্তু অনুবাদক তার তর্জমা করেছেন যথাযথভাবে তবে পাদটীকায় সুরাগুলির নানা ব্যাখ্যা তপসীর দিয়েছেন— অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে নানা মৌলনার নানামত মিশিয়ে অনুবাদ করেন নি। ইংরেজিতে ইউসুফ আলির তর্জমা দেখেছি, তিনি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে পাদটীকায় ব্যাখ্যান দিয়েছেন। রেভারেণ্ড সেল (Sale)-এর কোরান অনুবাদ সেইজন্য মুসলমানেরা বর্জন করেছে; কারণ, সেল-এর খ্রীষ্টানি পক্ষপাতিত্ব অনুবাদকে বিকৃত করেছে। এই আলোচনার বক্তব্য অনুবাদ যেন ঠিক হয়— অনুবাদকের এ কথা মনে রাখতে হবে।

যা হোক্ বাংলা প্রকাশকরা যৌথ ভাবে এ কাজে মন দিতে পারেন— কেননা তর্জমার এই ব্যাপক কাজ কারও একার পক্ষে সম্ভব নয়। সমবায়ের মাধ্যমে হবে একাজ কতো শিক্ষিত যুবক একাজে যুক্ত হ'তে পারে। তার ভাষা শিখে, অনুবাদ করে পত্র - পত্রিকায় দিন দুনিয়ায় খবর সংগ্রহ করে প্রবন্ধ লিখে জীবিকার পথ পেতে পারে। শিক্ষিত বেকার যুবকরা হতাশায় জীবনে নূতন প্রেরণাকে লাভ করতে পারে— শুধু শিক্ষিত বেকার কেন, অল্প শিক্ষিতরাও ছাপার কাজে, বাইন্‌ডারিতে, আপিশে কতো কাজ পাবেন। মোট কথা 'তর্জমা একাডেমি' হলে দেশে বিবিধ কাজের পথও খুলে যাবে, জ্ঞান প্রসারের কথা তো আছেই।